Vol. 18 | No. 1 | 1974

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

Volume	18
Issue	1
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v18i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v18i1.3
Pages	30-49
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে মানুষ অতিক্রম করে বর্তমানের দুরূহতা। সাহিত্য মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতিবিম্ব। এবং যদিও সকল সাহিত্য-কর্ম কালচিহ্নিত তবু কবি সাহিত্যিকের কালাতিক্রান্ত প্রতিভা মূলতঃ স্বকালের ভবিষ্যৎ-বাসী। অন্যদিকে সাহিত্যের গবেষক ঐতিহ্য সন্ধান ও মূল্যায়ণে নিমগ্ন থেকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে তৌল করেন স্মৃতি-মাণিকোজ্জ্বল অতীত। জটিল বর্তমানে তাই জরুরী একাধারে ভবিষ্যৎ ও অতীত সঞ্চারী অন্তর্দৃষ্টি। সাহিত্যের উচ্চতর গবেষণা এই কারণে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষণা অপেক্ষা ভিন্নতর ; হয়তবা দুরূহতর।

বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের উচ্চতর গবেষণার সমস্যা যেমন বহুবিধ, সম্ভাবনা তেমনি অন্তহীন। এতদুভয় প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবেশের আগে অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। স্মর্তব্য, উচ্চতর গবেষণা বলতে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষত পি-এইচ-ডি পর্যায়ে গবেষণার কথা বোঝানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বাংলা বিভাগ সমূহ এবং বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণার লালনক্ষেত্র। সঙ্গত কারণেই এই সব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যে গবেষণার প্রধানতম কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। এই বিভাগের সূচনাকাল থেকে শিক্ষাদান ও গবেষণার একটা সুচারু পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ। অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) সংস্কৃত, পালি ও বাংলা সাহিত্য এবং ভাষা সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত করেন। ১৯২২—২৩ সালের এবং পরবর্তীকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণীতে (Dacca University, Annual Report) এই বিভাগের অধ্যাপকদের গবেষণা ও প্রকাশনার যে বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও মহামহো-

পাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী ১৯২৪এর জুনে অবসর গ্রহণ করেন এবং ডক্টর সুশীলকুমার দের নেতৃত্বে সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারের গবেষণাতেই বিভাগীয় অধ্যাপকেরা অধিক মনোযোগী হন তবু স্মর্তব্য যে তাঁরই মধ্য দিয়ে বিভাগে একটা গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ সময় বিভাগীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৮) সোরবোন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এবং প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী (১৯৩২) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে বিভাগে প্রত্যাবর্তন করেন।

অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে সরকারী কলেজে চলে যান (১৯৩২—৩৩)।১ সংস্কৃতে গবেষক মৃণাল দাশগুপ্তা বিভাগে প্রস্তুত তাঁর গবেষণা-অভিসন্দর্ভের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ' পুরস্কার' লাভ করেন (১৯৩২—৩৩)।২ এ বিভাগ থেকে সংস্কৃতে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন প্রকাশচন্দ্র লাহিড়ী (১৯৩৪)৩ এবং পর বৎসর সংস্কৃতে ডক্টরেট ডিগ্রী পান রাজেন্দ্রনাথ হাজারী।

এ সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণায় প্রধানভাবে নিয়োজিত থাকেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা এ সময় প্রকাশিত হতে থাকে এবং ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। কবি অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারও এ সময় সাহিত্য সমালোচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন।

এই পটভূমিতে ১৯৩৭ সালের ১৬ই আগষ্ট সংস্কৃত থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই নবসৃষ্ট বিভাগের রীডার ও অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন।

বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, গণেশচরণ বসু ও বাংলায় সদ্য এম. এ. ডিগ্রী প্রাপ্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য। পর বৎসর কবি জসীমউদ্দীন বিভাগের অধ্যাপনায় যোগ দেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ একই সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা এবং সৃষ্টিশীল রচনা এই উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হন। প্রতিষ্ঠিত বাংলা সমিতি নিয়মিত আলোচনা সভার (আধুনিক পরিভাষায় সেমিনার) আয়োজন করে বিভাগে গবেষণার পরিবেশকে সঞ্জীবিত করে তোলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা এবং লোক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বহু প্রধান গবেষণা প্রকাশ করেন।৪ ১৯৪৪ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অবসর গ্রহণ

---

১. ২. See Annual Report, Dacca University. (A.R.D.U) 1932—33.

৩. See A.R.D.U. 1934—35.

৪. See A.R.D.U. 1937—38, 39—39, 39—40. 41—42, 43—44.

করেন এবং ১৯৪৪ থেকে ৪৮ সালের মধ্যে বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম নানা কারণে প্রায় স্থগিত থাকে। ১৯৪৪—৪৯ শিক্ষাবর্ষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং এ বছরই বিভাগের কৃতীছাত্র ও তৎকালে রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে ধ্বনিতত্ত্বে শিক্ষার জন্য তিনি লণ্ডনে যান। ১৫ই নভেম্বর ১৯৫২ সালে দুই বছরের জন্য বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ধ্বনিতত্ত্বে এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে লণ্ডন থেকে বিভাগে ফিরে আসেন মুহম্মদ আবদুল হাই। ইতিপূর্বে ১৯৫০ সালে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর বিশাল পুথি সংগ্রহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন এবং ঐ বৎসরই গবেষণা সহকারী রূপে বিভাগে যোগদান করেন আহমদ শরীফ (পরে ডক্টর)। ১৯৫৩—৫৪ শিক্ষাবর্ষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করেন। এবং এই শিক্ষাবর্ষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা-মূলক রচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে (১৯৫৪—৫৫) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দ্বিতীয়বার অবসর গ্রহণ করেন এবং বিভাগের রীডার ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন মুহম্মদ আবদুল হাই (১৬ই নভেম্বর ১৯৫৪)।[৫] অল্পকালের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ওপর ভার পড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সংগঠনের এবং অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রীডার ও অধ্যক্ষ হিসেবে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সংগঠনে মনোনিবেশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণার পরিবেশ উজ্জ্বল, সার্থকতা-মণ্ডিত ও গৌরবজনক করে তোলার একক কৃতিত্বের দাবীদার মুহম্মদ আবদুল হাই। ১৯৫৪—৫৫ থেকে ১৯৫৮—৫৯ সালের মধ্যে গবেষণা সংগঠকরূপে মুহম্মদ আবদুল হাই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর নিজের ৩৭টি এবং বিভাগীয় অধ্যাপকদের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এ যাবৎ কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পি. এইচ. ডি পর্যায়ে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। মুহম্মদ আবদুল হাই এদিকে সফল পথিকৃৎ। তাঁর নির্দেশনাধীনে এই বিভাগ থেকে প্রথম পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন মিসেস নীলিমা ইব্রাহীম (এপ্রিল ১৯৫৯) ।। দুমাস পর, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রয়াসের ফলে, এ বিভাগের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধ্যাপক এবং তৎকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম বিদেশী হিসেবে, পি. এইচ. ডি ডিগ্রী

৫. See A.R.D.U. 1954—55

লাভ করেন। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর প্রযত্নে ও নির্দেশনায় এই বিভাগ থেকে সর্বমোট ৭ জন গবেষক পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।৬

মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অপর অসাধারণ কৃতিত্ব তাঁর 'সাহিত্য পত্রিকা' সম্পাদনা। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র দশ বছরের প্রতিটি সংখ্যা, বাংলা ভাষায় এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে, আজো অনতিক্রমনীয়। তিনি নিজে যেমন ধ্বনিবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী ছিলেন তেমনি তাঁর অধ্যক্ষতার কালেই এই বিভাগের চারজন শিক্ষক ধ্বনিবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বে লণ্ডন, হার্ভার্ড ও কর্ণেল থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে আসেন। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একদল গবেষক সৃষ্টি এবং তাঁদের গবেষণার ফসল প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই স্থাপন করে গেছেন তা আমাদের ভাবিকালের গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বদা অনুপ্রেরণা সঞ্চার করবে।

অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর আকস্মিক পরলোকগমনের পর অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী বিভাগের গবেষণার এই ঐতিহ্যধারা সজীব রাখতে সচেষ্ট থাকেন।

কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে এই বিভাগ হারিয়েছেন অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে এঁদের অভাব অপূরণীয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বভাবতঃই বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমের গুরুত্ব বেড়ে গেছে বহু গুণে। বর্তমানে এই বিভাগে পিএইচ. ডি. পর্যায়ে গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১৭।

বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অনুরূপ গবেষণার পরিমণ্ডল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগেও গড়ে ওঠে, প্রথমে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও পরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের নেতৃত্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের কৃতী ছাত্র, মযহারুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রথম ও একমাত্র পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত সফল গবেষক। পরে অধ্যক্ষ ডক্টর মযহারুল ইসলাম এই বিভাগ থেকে 'সাহিত্য পত্রিকার' অনুরূপ গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্যিকী' প্রকাশ করেন এবং তিনি ও পরবর্তী অধ্যক্ষ ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান পিএইচ.ডি. পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করেন।

---

৬. পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ থাকা কালেই অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান মধ্যযুগ—বিশেষতঃ আলাওল এবং আধুনিক যুগ বিশেষতঃ মধুসূদন ও নজরুল ইসলামের সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। পরে বাংলা একাডেমীর পরিচালক থাকা কালে ঐ ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা গ্রংহাকারে প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি প্রফেসর ও অধ্যক্ষ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এই বিভাগে ক্রমে গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠে ; সাহিত্য পত্রিকার অনুরূপ গবেষণা পত্রিকা 'পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলা সাহিত্য সমিতি'। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসেবে যোগ দিলে বিভাগের গবেষণার পরিবেশ আরো সুষ্ঠু হয়ে ওঠে।

বাংলা একাডেমী বৃত্তি নিয়ে কয়েকজন গবেষক এই বিভাগে পিএইচ. ডি. পর্যায়ে গবেষণা করেছেন। তবে তাঁরা কেউই সফল হননি। বর্তমানে দুজন গবেষক এই বিভাগে গবেষণারত আছেন।

বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার

এই বিভাগে পিএইচ.ডি. পর্যায়ে কোন গবেষণার সূত্রপাত হয়নি তবে সাহিত্য পত্রিকার অনুরূপ একটি গবেষণা পত্রিকার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বাংলা একাডেমী ডিগ্রী-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য গবেষণা-বৃত্তি প্রদান করেছে প্রায় প্রথমাবধি। এ যাবৎ একাডেমী মোট ২৮টি গবেষণা-বৃত্তিতে কিঞ্চিৎঅধিক ২,০৮,০০০ ব্যয় করেছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি ও রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৫টি বৃত্তি দিয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক পরে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বদলী হয়ে আসেন। মোট ২৮ জন বৃত্তি-গবেষকের মধ্যে ৪ জন[৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। এঁরা হলেন আনিসুজ্জামান, গোলাম সাকলায়েন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও ওয়াকিল আহমদ ; তবে ডঃ আনিসুজ্জামান এক বৎসর, আমি (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান) ছয় মাস একাডেমীর বৃত্তি গবেষক

৭. পরিশিষ্ট চ ১, ২, ৩ ও ১০।

ছিলাম। বর্তমানে ৩ জন গবেষক ২ জন ঢাকা ও ১ জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে—গবেষণারত আছেন। বাকি ২১ জন গবেষকের কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে বা বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ১৯৭৩—৭৪ সালে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক একাডেমী কর্তৃক সরাসরি গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং স্বয়ং সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট গবেষক বৎসরাধিক বৃত্তি গ্রহণের পর অন্যত্র চাকুরী গ্রহণ করেন।[৮]

বাংলা একাডেমী প্রথমাবধি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। প্রথমে 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' ও পরে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সংযুক্তির পর 'বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা' নামে প্রকাশিত এই পত্রিকায় মোটামুটি প্রশংসনীয় মানের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বাংলা বিভাগে পরিচালিত পিএইচ. ডি. পর্যায়ে গবেষণার বিষয়সমূহের শ্রেণীকৃত তালিকা ও গবেষণা নির্দেশক তালিকা নিম্নরূপ :

তালিকা ১

পিএইচ. ডি. প্রাপ্ত গবেষণা বিষয় : শ্রেণীকৃত তালিকা

বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাচীন-মধ্যযুগের সাহিত্য	আধুনিক যুগের সাহিত্য	লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি	ভাষা	মোট
ঢাকা	২	৩	২	০	৭
রাজশাহী	১	০	০	০	১

তালিকা ২

পিএইচ. ডি. পর্যায়ে গবেষণার জন্য রেজিস্ট্রীকৃত বিষয় : শ্রেণীকৃত তালিকা

বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাচীন-মধ্যযুগের সাহিত্য	আধুনিক যুগের সাহিত্য	লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি	ভাষা	মোট
ঢাকা	১০	২৮	৬	৩	৪৭
রাজশাহী	৪	২	০	১	৭
চট্টগ্রাম	২	৩	০	১	৬

৮. পরিশিষ্ট চ ২৭।

তালিকা ৩

বিশ্ববিদ্যালয়	মোট গবেষক ১৯৫৬—১৯৭৪	পিএইচ.ডি.প্রাপ্ত
ঢাকা	৪৭	৭
রাজশাহী	৭	১
চট্টগ্রাম	৬	০
জাহাঙ্গীরনগর	০	০

তালিকা ৪

গবেষণা নির্দেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়৯	গবেষক সংখ্যা
প্রফেসর মুহম্মদ আবদল হাই	২০
প্রফেসর মুনীর চৌধুরী	৮
ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম	৫
ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	৩
ডঃ আহমদ শরীফ	৯
ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	৭
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়১০	
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	১
ডঃ মযহারুল ইসলাম	৩
ডঃ কাজী আবদুল মান্নান	৩
ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল	১
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	
প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান	১
ডঃ আনিসুজ্জামান	৪
ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল	১

৯ ও ১০ তালিকা ১ ও ২ দ্রষ্টব্য : গবেষণা নির্দেশক পরিবর্তনের কারণে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।

বাংলা একাডেমী

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ১

ডঃ মযহারুল ইসলাম ১

এই তালিকাসমূহ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাংলা বিভাগে গবেষণার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বর্তমান এবং বলাবাহুল্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ; কেননা সেখানেও বাংলা বিভাগে যাঁরা অধ্যাপক তাঁদের অধিকাংশই এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেরই সৃষ্টি। তাই আজ বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণার ঐতিহ্য সজীব রাখা একান্ত প্রয়োজন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে ঐতিহ্য যতই গৌরবজনক হোক বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমানে অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

উল্লেখিত তালিকা থেকে একথা স্পষ্ট যে পিএইচ. ডি. পর্যায়ে গবেষণার সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতা অনেক বেশী এবং বহুজনের ব্যর্থতা বা অসমাপ্ত কাজ নতুন কর্মোদ্যোগ গ্রহণে নিরুৎসাহ করে। সুতরাং এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান জরুরী। আমার মনে হয় এর কয়েকটি প্রধান কারণ আছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

১। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। বস্তুতঃ এ যাবৎ কালে যে-সব গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছে তার প্রায় সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল। সুপরিকল্পিতভাবে পিএইচ. ডি. পর্যায়ে বিভাগ কোনো গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করছে না।

২। বিষয় নির্বাচনে ত্রুটি। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবেই বিষয় নির্বাচনে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। হয়ত গবেষণার বিষয়টি গবেষকের অথবা গবেষণা-নির্দেশকের মনঃপূত নয়, তবু বৃত্তির খাতিরে কাজ চালাতে হচ্ছে।

৩। গবেষকের কর্মক্ষমতা (Capability) সম্পর্কে গবেষকের নিজের অথবা বিভাগের তথা গবেষণা নির্দেশকের অস্পষ্ট ধারণা।

৪। গ্রন্থাগারে উপাদানের অপ্রতুলতা।

৫। উপাদান সংগ্রহের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যয় ও ভ্রমণ ব্যয় বরাদ্দের অভাব।

৬। গবেষণার প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধাবোধের অভাব।

৭। গবেষণা নির্দেশকের পেশাগত অধিকার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব।

বলাবাহুল্য এই সব সমস্যা অতিক্রমের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে। স্মর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক গলাধঃকরণের আখড়া নয়। বিশ্ববিদ্যালয় জাতির

শ্রেষ্ঠতম মনীষার লালনক্ষেত্র এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ। যে শিক্ষা সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায় না সে শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এবং সৃজনশীলতার বিকাশই অন্তর্দৃষ্টি লাভের পথ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পঠন পাঠন ও গবেষণার অনুকূল মনোভাব গড়ে তোলা এ কারণেই জাতীয় প্রয়োজন।

আমার মতে (১) বিশ্ববিদ্যালয় অততঃ এম. এ. শেষ বর্ষ ক্লাসে গবেষণার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ (২) গবেষণামনস্ক ছাত্রদের জন্য প্রস্তাবিত এম. ফিল. কোর্স অবিলম্বে বাস্তবায়ন এবং (৩) সুপরিকল্পিতভাবে পিএইচ. ডি. পর্যায়ে গবেষণা পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই তিনটি সুযোগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাগজে-কলমে আছে, প্রয়োজন তা কার্যকর করে তোলা। তা ছাড়া—(৪) নিয়মিত গবেষণা-পঞ্জী (রিসার্চ ডিরেক্টরী) প্রকাশ অত্যাবশ্যক, এবং সর্বোপরি গবেষণা নির্দেশকের (ক) প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা—যথা গবেষণা নির্দেশনার জন্য রুটিনে নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা অর্থাৎ সেই অনুপাতে অন্য ক্লাস হ্রাস করা এবং (খ) পেশাগত অধিকার সংরক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদানের প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি আবশ্যক।

আমার প্রস্তাব : পিএইচ. ডি. ও ডক্টরেটের গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে একটা উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র Center for Advanced Research in Bengali স্থাপন করা হোক। বাংলা সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য নির্বাচন ও বিশ্লেষণে এই কেন্দ্র আমাদের দিক-নির্দেশক হবে।

বাংলা সাহিত্যের উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের বহু সমস্যা আছে। তবে তার কোনটাই অনতিক্রমনীয় নয়। অন্যদিকে আমাদের সম্ভাবনা অন্তহীন। আনন্দের কথা আজ পৃথিবীর বহু দেশে বাংলা সাহিত্যে গবেষণার আগ্রহ জেগেছে। এমন কি আমাদের কোনো কোনো গবেষক সে সব কেন্দ্র থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন বা ঐসব কেন্দ্রে ডক্টরেট-উত্তর গবেষণা করেছেন। একদিকে যেমন এসব কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা দরকার অন্যদিকে তেমনি স্মরণ রাখা দরকার বাংলা সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদেরকেই পৃথিবীর মাননির্দেশক হতে হবে ; কেননা এ ক্ষেত্রে আমরাই পৃথিবীর কেন্দ্র। জ্ঞানের অপরাপর ক্ষেত্রে না হলেও এই একটি ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বের উত্তমর্ণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মনজুরী কমিশন ও সংশ্লিষ্ট সকলে এই সত্য যত দ্রুত অনুধাবন করেন ততই আমাদের সামগ্রিক কল্যাণ।

পরিশিষ্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত গবেষকদের তালিকা :

ডিগ্রী প্রাপ্তির বৎসর	গবেষকের নাম	গবেষণার বিষয়	গবেষণা-নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৫৯	নীলিমা ইব্রাহিম	ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক ও বাঙালী সমাজ	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৫৯	আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলার লোক সাহিত্য		
১৯৬২	আনিসুজ্জামান	ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬২	গোলাম সাকলায়েন	বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬৭	আহমদ শরীফ	সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ		
১৯৬৯	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক(১৮৫৭—১৯২০)	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৭২	ওয়াকিল আহমেদ	বাংলা লোক সাহিত্য বাঙালীর সমাজ জীবন ও গ্রামীন সংস্কৃতি	মুহম্মদ আবদুল হাই	

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক
(১৯৫৬-৫৭ : মাসিক ১৫০·০০ টাকা ॥ ১৯৫৯-৬০ থেকে মাসিক ২৫০·০০ টাকা)

শিক্ষাবর্ষ	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৫৬—৫৭[১]	রফিকুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৫৯—৬০[২]	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭—১৯২০)	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬০—৬১[৩]	সরদার লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীর	দীনবন্ধু মিত্র : জীবন ও সাহিত্য	মুহম্মদ আবদুল হাই	
	কাজী রফিকুল হক	মোগল যুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন চিত্র	মুহম্মদ আবদুল হাই	

গ ॥ ন্যাশনাল ব্যাংক গবেষণা ফেলো : মাসিক ৪০০·০০ টাকা

১৯৬৭—৬৮[৪]	আবদুল মনসুর মোহাম্মদ আবু মুসা	চট্টগ্রামের উপভাষা	মুহম্মদ আবদুল হাই	

---

১. Annual Report Dacca University (A.R.D.U.)
২. Annual Report Dacca Uuiversity 1959-60 p. 46
৩. A.R.D.U. 1960-61 p. 46 & Appendix D, Sl. 6 & 7
৪. A.R.D.U. 1967-68 p. 11, see 17 (a), Sl. 3

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক

মাসিক বৃত্তি : ১৯৬৮-৬৯ : ২৫০·০০ টাকা, ১৯৭০-৭১ : ৩০০·০০ টাকা, ১৯৭২-৭৩ : ৪০০·০০ টাকা

শিক্ষাবর্ষ	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৬১—৬২[১]	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস	মুনীর চৌধুরী	
১৯৬২—৬৩[২]	মেহেরুন্নেসা নূরুন্নাহার খন্দকার	নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬৪—৬৫[৩]	মোফাবেজা খানম	পরাগলী মহাভারত রচনা ও তার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেষ্টনী	ডঃ আহমদ শরীফ	
১৯৬৭—৬৮[৪]	আবুল কাসেম মোহাম্মদ ফজলুল হক	রবীন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাসে সমাজচিন্তার বিবর্তন	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬৮—৬৯[৫]		ঊনিশ শতকের বাংলা মহাকাব্যের অলংকারের ব্যবহার	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
১৯৭০—৭১[৬]	ফরিদা শিরীন	পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস	মুনীর চৌধুরী	
১৯৭২—৭৩	সাঈদ-উর-রহমান	পূর্ব বাংলার (১৯৪৭—৭০) কবিতা ও সমকালীন সমাজ	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
	জয়াবসু	মঙ্গল কাব্যের সামাজিক পটভূমিকায় নারী	ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম	

১. ২. A.R.DU. 1961-1962, A.R.DU. 1962-63
৩. A.R.D.U. 1964-65, p. 17, see I & C Sl. 2
৪. A.R.D.U. 1967-1968, p. 12 see 17C Sl. 6
৫. A.R.D.U. 1968-69, p. 10, see 17 Sl. 1
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী (ঢা.বি. বা.বি)১৯৭০-৭১, খ ১৭
৭. ঢা.বি.বা.বি. ১৯৭২-৭৩, খ্ ২৪৪,২৪৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রিকৃত অন্যান্য গবেষক

শিক্ষাবর্ষ	নাম	বিষয়	গবেষণা-নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৫৮—৫৯[১]	সনজীদা খাতুন	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম চরিত্র	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৫৯—৬০[২]	গোলাম সাকলায়েন	বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬০—৬১[৩]	উম্মুল খায়ের জোহরা হক	A study of the dialect of Shahjadpur and its areas in the district of Pabna	মুহম্মদ আবদুল হাই	(বাংলা একাডেমী বৃত্তি বা-এ-বৃ-গ ২)
	আশরাফ হোসেন সিদ্দিকী	Place of Riddles in Bengali Folk Traditions	মুহম্মদ আবদুল হাই	

১. A.R.D.U 1958-59, Appendix-C
২. A.R.D.U, 1959-60-D, Sl. 4
৩. A.R.D.U, 1960-61, Appendix D

শিক্ষাবর্ষ	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৬৬—৬৭	এ. এইচ. এম. আবদুল হাই	বাংলা প্রহসন	ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম (ভূতপূর্ব ব-এ-রু-গ ৮)	
১৯৬৭—৬৮[১]	নুরুন্নাহার জাহেদা খানম	কবি আবদুল হাকিম ও তাঁর কাব্যে তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও জীবন	ডঃ আহমদ শরীফ	
	সালেহা খাতুন	উনিশ শ ত্রিশ থেকে উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের বাংলা কাব্যে প্রতীকের ব্যবহার	ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
১৯৬৮—৬৯	সালেমা খানম	সিলেটের পূর্বযুগের বাংলা সাহিত্য	ডঃ আহমদ শরীফ	
	শামসুন্নাহার	বৃটিশ পূর্বযুগের বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র	ডঃ আহমদ শরীফ	
	ফরিদা প্রধান	A critical study of non-fictional prose writings in Bengali	ডঃ আনিসুজ্জামান ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	

১. A.R.D.U. 1967—68, Appendix D. P. ix, sl. 1 & 3

শিক্ষাবর্ষ	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৬১—৬২[১]	আবদুল জলিল আহমদ	উত্তর বঙ্গের ফোকলোর	মুনীর চৌধুরী	
	নূরজাহান বেগম	বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামাজিক পটভূমিতে বাংলা উপন্যাসের সমালোচনা (১৮৫৮—১৯৪১)	মুহম্মদ আবদুল হাই	
	সৈয়দা সুলতান আরা	বাংলা শিশু সাহিত্য	মুনীর চৌধুরী	
	খোদেজা খাতুন	ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসে নারী চরিত্র	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬২—৬৩[২]	চৌধুরী ফখরুজ্জামান	Motif Index of Folk Literature of East Pakistan	ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	
	আঞ্জুমান আরা বেগম	মুহম্মদ খানের কাব্য ও জীবন	ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	
	মোঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ	The use of Tradition in Modern Bengali Poetry in the 19th century	মুহম্মদ আবদুল হাই	
১৯৬৫—৬৬[৩]	ওয়াকিল আহমদ	বাংলা লোক সাহিত্যে বাঙালীর সমাজ জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি	মুহম্মদ আবদুল হাই	

১. A.R.D,U. 1961—62, Appendix D. sl. 1, 3, 4 & pp. 174—75
২ A.R.D.U. Appendix D. sl. 3 & 9, p. 175
৩. A.R.D.U. 1965—66, Appendix D, sl. 1 & 3, p. 142

শিক্ষাবর্ষ	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৬৯—৭০[১]	কাজী সিরাজুল হক	বাংলা সমালোচনা সাহিত্য	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
	মমতাজ জাহান	ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সমাজ	ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	
	হাসিনা আখতার জাহান	মধ্যযুগের কবি শেখ চাঁদ ও তাঁর কাব্য	ডঃ আহমদ শরীফ	
	মালেকা বেগম	বাংলা টেকনিকাল শব্দের বিবর্তন	মুনীর চৌধুরী	
১৯৭০—৭১[২]	মীর সোহরাব আলী	বাংলা প্রবাদে সমাজ জীবন	ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী	
	জয়নাল আবেদীন	বাংলা প্রহসনের আলোকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বাঙালী সমাজ	প্রফেসর মুনীর চৌধুরী	
	শওকত আরা আহমেদ	আবদুন নবী ও তাঁর কাব্য	ডঃ আহমদ শরীফ	
	মোঃ হুমায়ুন কবীর	জীবনানন্দ দাশের কাব্য ও আধুনিক চৈতন্য	প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
	জেবুন্নেসা জামাল	বাংলা কাব্যে দেশাত্মবোধ (১৯০৫—১৯৭০)	প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	

১. A.R.D.U. 1969—70, Appendix D. sl. 2, 3, 4 & 13

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক (ঢা. বি. বা. বি) ১৯৭০—৭১, পৃঃ ১১৩

শিক্ষাবর্ষ	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১৯৭২—৭৩	মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ	পূর্ব বাংলার উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
	আকরম হোসেন	রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ দেশ-কাল ও শিল্পরূপ	ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম	
	রাশিদা খান (জামান)	বাংলা কথা সাহিত্যে নারী	ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম	
	নাজমা জেসমিন (চৌধুরী)	বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি	ডঃ আহমদ শরীফ	
	আসফিয়া হোসেন	কবি কায়কোবাদ—তাঁর রচনা ও কাল	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
	মঞ্জুশ্রী চৌধুরী	রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক	ডঃ আহমদ শরীফ	

৫২ তম চা. বা. বি ১৯৭২—৭৩, পৃঃ ২৪৭, ২৪৮

চ. বাংলা একাডেমী বৃত্তি প্রাপ্ত গবেষক

বৃত্তিকাল	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১। ১.২.৫৮—৩১.১২.৫৮	এ.টি.এম.আনিসুজ্জামান	ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা (১৮৫৭—১৯১৮)	মুহম্মদ আবদুল হাই	
২। ১.৩.৫৮—৩১.১২.৬০	এ.টি.এম. গোলাম সাকলায়েন	বাংলা মার্সিয়া সাহিত্য	মুহম্মদ আবদুল হাই	
৩। জুলাই'৬২—ডিসেম্বর'৬২	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭—১৯২০)	মুহম্মদ আবদুল হাই	
৪। ১.১০.৬২—৩০.৬.৬৪	চৌধুরী ফখরুজ্জামান	বাংলা লোক সাহিত্যে সঠিক ইন্তেকাল	ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	
৫। ১.৩.৬১—৩১.৫.৬৪	আলমগীর জলিল আহমদ	উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্য	মুনীর চৌধুরী	
৬। ১.১০.৬২—৩১.৩.৬৫	আঞ্জুমান আরা বেগম	মুহম্মদ খান ঃ জীবনী ও কাব্য	ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	
৭। ২.১.৬৪—৩১.১২.৬৬	মমতাজ বেগম	আলাওলের জীবনী ও কাব্য	মুনীর চৌধুরী	
৮। ২.১.৬৪—৩১.১.৬৫	এ.এইচ.এম. আবদুল হাই	বিবৃতিমূলক তালিকা প্রণয়ন	ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম	
৯। ১.৭.৬৪—৩০.৬.৬৭	মাহবুবুর রহমান তালুকদার	বাংলা সাহিত্যে সত্যপীর	ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক্	

বৃত্তিকাল	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক	মন্তব্য
১০। ১৫.২.৬৫—৩১.৫.৬৬	ওয়াকিল আহমদ	বাংলা লোক সাহিত্যে লোক সংস্কৃতির উপাদান	আবদুল হাই	
১১। ১.৭.৬৯—৩১.১২.৭৯	হাসিনা আখতার জামান	ষোড়শ শতাব্দীর কবি শেখ চাঁদ নিরীক্ষা	ডঃ আহমদ শরীফ	
১২। ১.৭.৬৯—৩১.১২.৭২	মালেকা বেগম	ভাষার বিকাশে ব্যবহারিক জীবন	মুনীর চৌধুরী	
১৩। ১.১.৭০—৩১.৮.৭২	ফরিদা প্রধান	বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও মুসলিম লেখকদের চিন্তাধারা (পাকিস্তানের কাল)	মুনীর চৌধুরী	
১৪। ১.১.৭০—৩১.১২.৭২	জেবউন নেসা জামান	বাংলা কাব্যে দেশাত্মবোধ	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
১৫। ১.৭.৭০—৩০.৩.৭১	হাসিনা জাহান	বাঙালী মুসলমান রচিত উপন্যাসের ধারা	সৈয়দ আলী আহসান	
১৬। ১.২.৭০—৩১.১.৭৩	আবদুল হাসান শামসুদ্দিন	বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদনের অনুসারীবৃন্দ	ডঃ মযহারুল ইসলাম	
১৭। ১.১.৭০—৩০.৬.৭০	সৈয়দ আলী তকী	বৈষ্ণব কবিতায় উপমা ও রূপকের ব্যবহার	ডঃ আনিসুজ্জামান	
১৮। ৬.৭.৭০—৩১.৩.৭২	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	সাম্প্রতিক জীবন-চৈতন্য ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা	মুনীর চৌধুরী, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	

বৃত্তিকাল	নাম	বিষয়	গবেষণা নির্দেশক
১৯। ৭.৭.৭০—৩১.১২.৭২	মোহাম্মদ আবদুল জলিল	মোগল আমলে বাংলার সমাজ চিত্র	ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান
২০। ৬.৮.৭০—৩১.৮.৭৩	মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	পূর্ব বাংলার উপন্যাসে সমস্তত্ত্বের রূপায়ণ	ডঃ আনিসুজ্জামান মদনীর চৌধুরী, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
২১। ১.৩.৩১—৩১.১.৭২	আহমদ ছফা	১৮০০ থেকে সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ক্রমবিকাশ এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব	নূর মোহাম্মদ মিয়া
২২। ১.১.৭০—৩০.৬.৭৪	সানোয়ার জাহান	বাংলা উপন্যাসে সামাজিক সংঘাত (১৮৫৮—১৯২০)	ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল
২৩। ১৪.৯.৭২—২৯.২.৭৪	খুরশিদ জাহান	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কূটনী, দুর্বৃত্ত ও তাঁর চরিত্র	ডঃ কাজী আবদুল মান্নান
২৪। ১৩.৯.৭২—৩১.৩.৭৪	গনেশ কিরণ তালুকদার	বাংলার সংস্কৃতি	ডঃ কাজী আবদুল মান্নান
২৫। ১৩.৯.৭২—৩০.১১.৭৪	আসফিয়া হোসেন	কবি কায়কোবাদ ঃ তাঁর রচনা কাল	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
২৬। ১২.৯.৭২—৩০.১১.৭৪	নাজমা জেসমিন চৌধুরী	বাংলার উপন্যাস ও রাজনীতি (১৯০৫—১৯৫৫)	ডঃ আহমদ শরীফ
২৭। ২.১২.৭২—২৮.২.৭৪	মমতাজ বেগম	বাংলাদেশের নাটকে মূল্যবোধের বিবর্তন	ডঃ মযহারুল ইসলাম
২৮। ৯.৬.৭২—৩০.১১.৭২	রাশেদা খান	বাংলা প্রহসন	ডঃ আনিসুজ্জামান